দামুড়হুদায় জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মঞ্জুর শুভেচ্ছা বিনিময়

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু দামুড়হুদায় দলীয় সমর্থকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

শনিবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা শহরের শহিদুল মার্কেটে আওয়ামী যুবলীগের নেতা কর্মী ও পথচারীদের সাথে সাক্ষাৎ ও শুভেচছা বিনিময় করেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি দামুড়হুদা সদরের বিভিন্ন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা আদালত চত্বর থেকে পলাতক আসামি আজিজুল ঢাকা থেকে গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা আদালত চত্বর থেকে পলাতক ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, খুনসহ দেড় ডজন মামলার আসামি আজিজুল শেখকে ঢাকা ধামরাই এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৩য় বাউন্ডারির গেটের সামনে হতে গত ১৬ অক্টোবর সকাল ০৯:৪০ এর সময়

আসামি মোঃ আজিজুল শেখ (৩৯)-কে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার হতে প্রিজান ভ্যানে নিয়ে এসে উক্ত স্থানে নামালে কৌশলে হাতকড়া হতে হাত বের করে পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। উক্ত ঘটনা সংক্রান্তে কোর্ট ইন্সপেক্টর কে, এম জাহাঙ্গীর কবীর বাদী হয়ে মোঃ আজিজুল শেখ (৩৯), পিতা-মৃত ফজল শেখ, মাতা-মোছাঃ ফাতেমা খাতুন, সাং- জলিরপাড়, গুচ্ছগ্রাম (আশ্রয়কেন্দ্র ঘর নং-২২), থানা-মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ এর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিক-নির্দেশনায় ডিবি পুলিশের একাধিক টিম একযোগে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আলমগীর কবীর চুয়াডাঙ্গা সহ ডিবি ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, চুয়াডাঙ্গার চৌকস টিম এসআই(নিঃ) সোহেল রানা, এসআই(নিঃ) মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, এসআই(নিঃ) মোঃ রাশিদুল হাসান, এসআই(নিঃ) মুহিদ হাসান, এএসআই(নিঃ) শ্রী রমেন কুমার সরকার প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে, নিরলস প্রচেষ্টায় অভিযান পরিচালনা করে অত্র মামলার আসামি মোঃ আজিজুল শেখ (৩৯)-কে ঢাকার ধামরাই হতে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মঞ্জু বিজয়ী

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান মঞ্জু ৬৩ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার সকাল জেলার ৪ টি ভোট কেন্দ্রে এ ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী

মাহাফুজুর রহমান মুঞ্জ মোটরসাইকেল মার্কায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৫৬, জীবননগর উপজেলায় ৮৬, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯০ ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৯০ ভোটসহ মোট ৩১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিন্বন্দী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফিন আলম রঞ্জু ঘোটা প্রতিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় পেয়েছেন ৬১ ভোট। এ ছাড়া জীবননগর উপজেলায় পেয়েছেন ৩০, দামুড়হুদা উপজেলায় ২৮ ভোট ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১৩০ সহ সর্বমোট ২৪৯ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে (জীবননগর উপজেলা) সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কবির আহম্মদ পেয়েছেন ৪০। এ ছাড়া সদস্য পদে মিতা খাতুন পেয়েছেন ১৪ ভোট।

সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ইভিএম-এ এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জীবননগর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. মেজর আহাম্মেদ বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন।

এদিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে (দামুড়হুদা উপজেলা) সদস্য পদে ৫৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শফিউল কবির পেয়েছেন ৩৮ ভোট। এ ছাড়া সদস্য পদে লস্কর আলী পেয়েছেন ২৩ ভোট।

এদিকে সংরক্ষিত সদস্য পদে ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন কহিনুর বেগম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিরিনা পারভিন পেয়েছেন ৮৬ ভোট।

চুয়াডাঙ্গা বেগমপুরের আব্বাস

মেম্বরের বিরুদ্ধে কৌশলে সাদাস্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আব্বাস আলীর বিরুদ্ধে কৌশলে একজনের নিকট থেকে সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেবার অভিযোগ উঠেছে।

সে স্ট্যাম্প দিয়ে নিজের খেয়াল খুশিমত লেখা লেখি করে ভুক্তোভোগি দুবাই প্রবাসি ইউনুচ আলীর নিকট থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন আদালতে। হয়রানিমূলোক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আব্বাস আলীর দৃষ্টান্তমূলোক শাস্তির দাবি তুলে গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সন্মেলন করেছেন রেমিটেন্স যোদ্ধা ইউনুচ আলী।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের চিলমারি পাড়ার মৃত হযরত আলীর ছেলে দুবাই প্রবাসি ইউনুচ আলী সাংবাদিক সন্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলেন, দুবাই থেকে ৪ বছর আগে ছুটিতে বাড়িতে আসলে একই পাড়ার মৃত আবু ব্যাপারীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য আব্বাস আলীর শ্যালক দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ার মৃত নূরবক্সের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চলের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছুটে শেষকরে আমি দুবাইতে চলে যায়।

আমি প্রবাসে যাবার পর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম নানাভাবে আমার সাথে বন্ধুত্বের অধিকারের দাবি নিয়ে বিদেশ নিয়ে যাবার কথা বলে। সেই কথার সাথে একত্বতা প্রকাশ করেন আব্বাস আলী। তিনিও আমাকে তার শ্যালককে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি দুবাইতে থাকা অবস্থায় সরল মনে তার এই আবদারটি রক্ষার্থে বাংলাদেশ-ঢাকাস্থ মেসার্স জিমস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আরএল ০৬২৮) এজেন্সির নাম ও ঠিকানা প্রদান করি। এরপর বিগত ২০/০২/২০২০ ইং তারিখে বৈধ ভিসায় ঐ এজেন্সীর মাধ্যমে সকল প্রকার নিয়ম কানুন মেনে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল সৌদি আরবে আসে এবং একটি ভালো কোম্পানীতে ভিসায় উল্লেখিত কাজে যোগদান করে। এরপর কয়েক মাস পর সে লোভে পড়ে ঐ কোম্পানী ছেড়ে নিজ ইচ্ছায় আমাকে কিছু না জানিয়ে অন্য একটি কোম্পানীতে কাজে যোগদান করে।

বর্তমানে সে সৌদি আরবের ওই কোম্পানীতেই কর্মরত আছে। পরবর্তী সময়ে বন্ধুত্বের সুবাদে তার দুলাভাই আব্বাস আলী ও বোন দু’জনে মিলে আমার নিকট থেকে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চলের মেয়ের বিবাহের জন্য ৭০ হাজার টাকা ধার হিসেবে গ্রহণ করে। আমি দুবাই থাকা অবস্থায় টাকা ধার দেওয়াটাই আমার অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। চঞ্চলের বিদেশে যাবার সকল দ্বায়ভার বা বিষয়গুলো সুচতুর, চালাক ও প্রতারক আব্বাস আলী আমার উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। সৌদি আরবে পৌছে চঞ্চল লোভে পড়ে ভিসা চুক্তির বাহিরে অবস্থান নেয়।

আমি দুবাইয়ে থাকা অবস্থায় ভিসা অনুযায়ি চলার অনুরোধ করলেও সে আমার কথায় কোন প্রকার কর্ণপাত করে না। বরং আমার বিরুদ্ধে নানাভাবে মিথ্যা অভিযোগ তোলে। কিছুদিন আগে ছুটি পেয়ে আমি নিজ বাড়িতে আসি। বাড়িতে এসে আমার কাছ থেকে ধার নেয়া সেই ৭০ হাজার টাকা আব্বাস আলীর নিকট থেকে ফেরত চাই। ধারের টাকা ফেরত চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাকে নানাভাবে হুমকি, ধামকি প্রদান সহ আমার খুন জখমের ভয়ভীতি দেখায়। এতে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। মানুষের উপকার করলে যে এমন পরিণতি হয় তাহা আমি এখান থেকে শিখতে পারলাম।

এসকল বিষয় নিয়ে চালাক আব্বাস আলী কৌশলে নিজ শ্বাশুড়িকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দর্শনা থানায় দায়ের করেন। আমি স্বাক্ষিসহ থানায় হাজির হয়। সেখানে আব্বাস আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল যে ভিসায় সৌদি আরবে গিয়েছে সে ভিসা নাকি অবৈধ। আমি সালিস বৈঠকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি এবং ভিসার বৈধ কাগজপত্র হাজির করার জন্য সময় চেয়ে নিই।

গত ৫/৬ দিন আগে মেসার্স জিমস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আরএল ০৬২৮) এজেন্সি অফিস থেকে চঞ্চলের সৌদিতে যাওয়ার বৈধ সকল কাগজপত্র নিয়ে হাজির হলে জানতে পারি আব্বাস আলী মেম্বর আমার স্বাক্ষর জাল করে ৩টি সাদা স্ট্যাম্পে তার ইচ্ছামত লেখালেখি করে আমার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা আদালতে একটি মিথ্যা, হয়রানি মামলা দায়ের করেছেন। যে মামলায় সকল স্বাক্ষীই আব্বাস মেম্বার পক্ষের লোকজনের এবং তিনিই ১নং স্বাক্ষী। এখানে গ্রামের মুরুব্বী ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বা সঠিক ঘটনা জানা লোকজনের কোন স্বাক্ষী হিসেবে নেওয়া হয় নাই। অত্র মামলায় বর্তমানে আমি আদালতে থেকে জামিনে মুক্তি আছি।

আমি আপনাদের মাধ্যমে মিথ্যাবাদি, প্রতারক আলোচিত আব্বাস আলী মেম্বারের মুখোশ উন্মোচনের জোর দাবি জানাচ্ছি। যাতে করে আমার

মত আর কাউকে মিথ্যা মামলায় দায়ের করে ফাঁসানো বা হয়রানি শিকার করতে না পারে। সেই সাথে ঘৃণীত কাজকে ধিক্কারসহ আব্বাস আলীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে গোবিন্দপুর ষ্টার ক্লাব জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ৩য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দুধপাতিলা স্পোর্টিং ক্লাব বনাম গোবিন্দপুর ইস্টার ক্লাব।

খেলায় দুধপাতিলা স্পোর্টিং ক্লাব কে ২-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গোবিন্দপুর স্টার ক্লাব। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় গোবিন্দপুর ষ্টার ক্লাবের ০৭ নং জার্সি পরিহিত সাদিক কে। প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন,আবু বকর সিদ্দিক, নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম,

গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক,মালেক ভুঁইয়া, ক্রীয়া সম্পাদক রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত মুনতাজের লাশ ৬ দিন পর হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে নিহত মুনতাজ আলীর লাশ ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।

গতকাল শুক্রবার কামারপাড়া সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে নিহতর লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, গত ৯ অক্টোবর শনিবার সন্ধার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের মুনতাজ হোসেন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ্যপন্থায় ভারতে প্রবেশ করে।
ওই দিন রাত ১১টার দিকে তারা ভারত থেকে মহিষ চুরি করে ফেরার পথে সীমান্তের নিকট পৌছালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী বিএসএফ চোরাকারবারীদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।

এসময় চোরাকারবারীরা সকলে পালিয়ে রক্ষাপেলেও বিএসএফ গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুনতাজ আলী (৩৫) সহ একটি মহিষের মৃত্যু হয়।

পরে বিএসএফ সদস্যরা গুলিবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারী মুনতাজ আলীর মরদেহ নিয়ে চলে যান। নিহত মুনতাজ আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা

উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে।

ঘটনার ৬ দিনের মাথায় গতকাল শুক্রবার সন্ধার দিকে উপজেলার দর্শনা সীমান্তের কামারপাড়া গ্রাম ও ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন বিজয় চন্দ্রপুর গ্রাম সংলগ্ন ভারতীয় মেইন পিলার নং-৮১ এর নিকট দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে নিহত মুনতাজের মরদেহ হস্তান্তর করে বি,এস,এফ।

পরে দর্শনা থানা পুলিশ নিহতর লাশ গ্রহণ শেষে ঘটনাস্থলেই তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর নিখীল চন্দ্র রায়, এস,আই স্বপন কুমার সাহা এবং ভারতের পক্ষে (কৃষ্ণগঞ্জ সার্কেল) ডিএসপি সুভাষ চন্দ্র রায়।

দামুড়হুদায় আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের দুই সদস্য আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের দিক নির্দেশনায় আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

আজ সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে তাদের ২ জনকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ ওরফে আলীহিম (৩৭), এবং একই গ্রামের মজনুর ছেলে পিন্টু (৩৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্হান সহ পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর, কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকার বাজার ঘাটে সহজ সরল দোকানদারকে টার্গেট করে নিজেদের ছাপানো ভূয়া মেমো দেখিয়ে কোম্পানির

বিভিন্ন চমকপ্রদ অফার এর লোভ দেখিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পরবর্তীতে অর্ডারকৃত মালামাল সরবরাহ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সটকে পড়ে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। প্রতারকদের তৈরীকৃত কয়েকটি ভূয়া মেমো বইয়ের পাতা উদ্ধার করে পুলিশ।

আরো জানা যায় উপজেলার বিভিন্ন দোকানে যখন প্রতারণার ফাঁদ পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারক চক্র হাতিয়ে নেয় তখন দিশেহারা হয়ে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিবর্গ দামুড়হুদা মডেল থানায় বিষয়টি জানাই। এবং শুধুমাত্র একটি মোবাইল নম্বরের সূত্রপাত ধরে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের চিরুনি অভিযান শুরু হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সোর্স লাগিয়ে সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারক চক্রের ২ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুজ্জামান শেখ, এএসআই দিরাজ, এএসআই আলমঙ্গীর সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে জানাজানি হলে জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার এর স্থানীয় দোকানদাররা দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রতারণার কারণে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আলিফ এর নামে চুরি, ধর্ষন, দস্যুতাসহ বিভিন্ন ধরনের ০৫ টি মামলা রয়েছে। এবং পিন্টুর নামে দস্যুতা, নারী নির্যাতনসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে

রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ২য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ২য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে পুরাতন হাউলী একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় পুরাতন হাউলী একাদশ কে ১-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আবু বকর সিদ্দিক সাবেক ফুটবলারের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ০৮ নং জার্সি পরিহিত শাকিল কে।

প্রধান অতিথি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ১ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে উকতো একাদশ বনাম দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব।

খেলায় ট্রাইব্রিকারে দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-২গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা হাসিবুল ইসলামের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের গোল রক্ষক সোহান কে।

প্রধান অতিথি হাসিবুল ইসলাম বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা, এই প্রতিবাক্য কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। ঝুঁকি সচেতনতা ও দুর্যোগ হ্রাসের বৈশ্বিক সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একদিনের ডাকে ১৯৮৯ সালে দুর্যোগ নিরসনে আন্তর্জাতিক দিবস শুরু হয়। যা প্রতিবছর ১৩ ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজুড়ে মানুষ এবং জাতিসমূহ কিভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং তারা যে ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করে তা জোরদার করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে আগাম বার্তা ও সম্মিলিত উদ্যোগ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশবাসীকে প্রস্তুতি নিতে এবং মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)’র বাস্তবায়নে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পি আই ও মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আর ডি সি শেখ রাসেল আহম্মেদ। এসময় তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন দুর্যোগ মানেই ছিল ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সরকারের গৃহীত নানা অগ্রিম সচেতনতামূলক পদক্ষেপের কারণে দুর্যোগে বাংলাদেশ ক্ষয়ক্ষতি আগের থেকে বহুলাংশে কমেছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলের আরো অধিক সতর্ক অবস্থানই

পারে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দেশকে আগামী দিনগুলোতে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সাব অফিসার নাসির উদ্দিন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকী সালাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন-অর-রশিদ, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা আইসিটি প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসের সিএ ফয়জুল করিম সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।